দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের

হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

ঝিনাইদহ লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন

ঝিনাইদহ লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় লেডিস ক্লাবের সভাপতি জেলা প্রশাসক পত্নী শ্যামলী রানী নাথ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরোদ্দাজা শুভ, সহ-সভাপতি রোজী আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক শাহরিনা আক্তার, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী রানী দত্ত, সদস্য ঋতু দাস, সেলিনা রহমান মিনা, নমিতা ভৌমিক, রাশেদা খানম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লায়লা ইয়াসমিন।

পরে শীতার্ত অসহায় ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে আলমসাধুর ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা বাজারে আলমসাধুর ধাক্কায় শাহিন হোসেন (১৮) নামের এক ভ্যান চালক নিহত হয়েছে।

সোমবার সকালে বৈডাঙ্গা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিন হোসেন সদর উপজেলার উত্তরনারায়পুর গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মঈন উদ্দিন জানান, সকালে শাহিন উদ্দিন ব্যাটারী চালিত ভ্যান নিয়ে বৈডাঙ্গা বাজারে যাচ্ছিল। বাজার এলাকায় পৌঁছালে একটি আলমসাধু ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এই মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে ২ দিনব্যাপী শিশুমেলার উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী শিশুমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এ উপলক্ষে সোমবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়।

পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাসার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আবু বকর সিদ্দীক।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ‘নারী ও শিশু উন্নয়নে সচেতনতামুলক যোগাযোগ কার্যক্রম’ কর্মসূচির আওতায় ২ দিন ব্যাপী এ শিশু মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরের ১৬ টি স্টলে শিক্ষাউপকরণ প্রদর্শণ করা হচ্ছে।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

শৈলকুপায় সরকারী রাস্তার গাছ কর্তনের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কথিত গাছ ব্যবসায়ী আলীম উদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারী রাস্তার গাছ কর্তনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, সারুটিয়া ইউনিয়নের বড় মৌকুড়ী গ্রামের হত দরিদ্র ভাদু সেখের ছেলে আলীম উদ্দিন বর্তমান এলাকার নব্য লাখপতি। যিনি সামান্য ‘স’ মিলের মিস্ত্রি থেকে শুধু গাছ চুরি কাঠ চুরিই নয়, নানা অপরাধে জড়িয়ে রাতের আধারে শুন্য থেকে এলাকার রাজনৈতিক নেতাবনে গেছে।

সন্ত্রাসী প্রভাব বিস্তার করে একাধিকবার সে ও তার স্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করে স্থানীয় নেতার মদদে বিভিন্ন অপকর্ম করেই চলেছে।

এলাকা ঘুরে জানা গেছে, আলীম উদ্দিন একসময় জাতীয়পার্টি ও পরবর্তিতে বিভিন্ন দলের সমর্থক হিসেবে নানা সুবিধা ভোগ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুবিধাবাদী দালালচক্রের সাথে আতাত করে বর্তমানে বিশাল আওয়ামী নেতার স্বীকৃতি পেয়েছে।

এলাকার প্রভাব খাটিয়ে সালিশ ব্যবসায় সে দারুন সফলতা অর্জন করেছে।

তবে রাতের আধারে সরকারি রাস্তার গাছচুরি করে বিক্রি করা কখনো ‘স’ মিলে চেরাই করে সুবিধামত চালান করাই তার প্রধান পেশা। এপেশায় জড়িত রয়েছে একাধিক দালাল ও রাজনৈতিক চক্র, যারা আলীম উদ্দিনকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে আসছে।

বিশেষ করে আলীম উদ্দিন কাঠব্যবসার আড়ালে মূলত সরকারি গাছপালা কেটে ভাগবাটোয়ারা করার অন্যতম নেতা।

তার বিক্রিত কাঠ ও টাকার ভাগ নিয়ে কাতলাগাড়ী বাজার ও মৌকুড়ী গ্রামে একাধিকবার সালিশ বৈঠক হয়েছে। যেহেত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার মদদে চলে এসব অপকর্ম সে কারনে আলীম উদ্দিন ধরাকে সরাজ্ঞান করতে কারো ধার ধারেনা।

গত ২৮ ডিসেম্বর বড় মৌকুড়ী গ্রামের অন্যতম প্রধান রাস্তা যার আইডি নং-২৪৪৮০৪১১২, ব্রহ্মপুর (মৌবন হাই স্কুল) জিপিএস, বড় মৌকুড়ী সড়ক থেকে বেশকিছু মেহগনি গাছ সাবার করে দিয়েছে।

এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সরকারি রাস্তা নয় রেকর্ডিও সম্পত্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য নামমাত্র একটি অনুমতিও নাকি নিয়েছে।

তাছাড়া রাস্তা যদি সরকারি না হবে তাহলে ওই রাস্তায় টেন্ডার হয় কিভাবে আর এলজিইডি’র রাস্তার আইডি নম্বর কোথা কি ভাবে হলো?

একাধিকবার রাস্তাটিতে সরকারি মাটির কাজ হয়েছে কিভাবে এমন নানা প্রশ্ন এলাকাবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

গাছ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করায় বর্তমানে আলীম উদ্দিন প্রভাব খাটিয়ে বড় মৌকুড়ী গ্রামের একটি পরিবারকে জিম্মি করার পায়তারা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ ব্যাপারে সরকারি রাস্তার গাছ সাবাড়ের অভিযোগ অস্বীকার করে আলীম উদ্দিন জানান, সে একজন গাছ ব্যবসায়ী তবে চুরি কারবারির সাথে জড়িত নেই। তাছাড়া সন্ত্রাসী প্রভাব খাটানোর বিষয়টি সে এড়িয়ে যায়।

এব্যাপারে সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন বলেন রাস্তাটি এখনো সরকারী করনের আওতায় আসেনি স্থানীয় ভূমি অফিসের আওতায় রয়েছে। জমির মালিক এই গাছ বিক্রয় করেছে। আর আলিম উদ্দীন এই গাছ কিনেছে বলে আমি জানি।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে মাদক বিরোধী গণসচেতনতা মূলক সভা

‘মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে মাদক বিরোধী গণসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে সদর উপজেলার ডাকবাংলা আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়।

কলেজের অধ্যক্ষ জে,এম রবিউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক আজিজুল হক, প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারি অধ্যাপক কে এম

সালেহ, জিন্নাত জেসমিন, মনোয়ার হুসাইনসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক শাহানুর আলম।

এর আগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা, মাদকের কুফল ও প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন।

-ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথ বাক্য পাঠ

‘ ‘মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো’’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শনিবার সকালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ সফিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার সুসান্ত কুমার দেব, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোঃ আজিজুল হক।

এসময় বক্তারা মাদকের কুফল ও প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন। পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে অস্বাস্থ্যকর খোলা খাবার বিক্রি বন্ধে নাগরিক প্রচার অভিযানের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে অস্বাস্থ্যকর খোলা খাবার বিক্রি বন্ধে নাগরিক প্রচার অভিযানের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস (উই) এর প্রশিক্ষণ কক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় জেলা এ্যাডভোকেসি কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি রোবায়েত হোসেন, রুপান্তর খুলনার প্রতিনিধি অসীম দাস, এ্যাডভোকেসি কমিটির সদস্য সুরাইয়া পারভীন মলি, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা এ্যাডভোকেসি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস (উই) এর পরিচালক শরিফা খাতুন।

এসময় সংবাদ সম্মেলনে বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য সম্মত প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যাবস্থা করা, ড্রেনেরধারে ও ড্রেনের উপরে কোন খাবার দোকান স্থাপন করতে না দেওয়া, ভোজ্য তেলের পুনঃ ব্যবহার বন্ধ করা, পথ খাবার বিক্রেতাদের নিবন্ধন, বিভিন্ন মোড়ে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবহার করাসহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তি বেড়েছে

ঝিনাইদহ ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে আপস ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির হার ২০১৯ সালে বেড়েছে বহুগুণে।

২০১৯ সালে মামলা নিষ্পত্তির হার ৩২৪ শতাংশ। যা আগের বছরের তুলনায় ১১৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালের ১১ মাসে মামলা দায়ের হয়েছে তিনশত পঁচানব্বই (৩৯৫) এবং নিষ্পত্তি হয়েছে ১ হাজার ১৬৭টি। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যা অভাবনীয় সাফল্য।

গত বছরের শেষে ওই ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিচারক মো. তাজুল ইসলাম দায়িত্ব নেয়ার পর মাত্র ২০১৯ সালের ১১ মাসে প্রায় ১২ শতাধিক মামলা নিষ্পত্তি করেন।

যার মধ্যে ৬৮০টি মামলা ছিল পুরনো। যেগুলো ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সালে দায়ের হওয়া। এগুলোকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়ে নিষ্পত্তি করেন।

এ সময় তাকে মিস মামলাসহ প্রায় দেড় হাজার সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে হয়। বিকল্পবিরোধ ও আপসের মাধ্যমে ১১ মাসে শতাধিক ভূমি জরিপ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যার মধ্যে ভূমি জরিপ মামলার সঙ্গে অনেকের আরো দেওয়ানি মোকদ্দমা রয়েছে।

অনেক ল্যান্ড সার্ভে মামলা তিনি দায়েরের মাত্র ছয়মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করেছেন। তাজুল ইসলাম ইতোপূর্বে খুলনা, ঢাকা, মেহেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সারাদেশের ৪২টি জেলার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মোট তিন লাখ তিন হাজার ৩৫টি মামলা। এসব ট্রাইব্যুনালের মধ্যে ঝিনাইদহে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মাস ওয়ারি নিষ্পত্তির হিসাব গড়ে প্রায় শতাধিক।

যেমন- জানুয়ারি মাসে ১১৫টি, ফেব্রুয়ারি মাসে ৭৩টি, মার্চ মাসে ৮৬টি, এপ্রিলে ৮৭টি, মে মাসে ১১৫টি, জুন মাসে ৯৬টি, জুলাই মাসে

১২৫টি, আগস্ট মাসে ৮৪টি, সেপ্টেম্বর মাসে ১১৫টি, অক্টোবর মাসে ১৪৩টি এবং নভেম্বর মাসে ১১৬টি এবং ডিসেম্বর মাসে ১ দিনে চারটি ও অন্যান্য মামলাসহ ১২ শতাধিক টিএলএসটি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন বিচারক তাজুল ইসলাম।

তাছাড়া সারা দেশের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গুলোর চেয়ে ঝিনাইদহ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তির হার তুলনামূলক বেশি। বর্তমানে ১৯৩৮ টিএলএসটি মামলা আছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি ভূমি জরিপ মামলা নং ৯৫৮/২০১৬ মামলার বাদী মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কেসটি বিচারক নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিবাদীদের সঙ্গে আপোষ করে দেন। আমি এই আদালতে ২০১৬ সালে মামলার জন্য আসি এবং বেশ কয়েকটি তারিখ চলে যায়।

এই বিচারক এসে চার-পাঁচটি তারিখের মধ্যেই আদালত আমাদের মামলাটি আপস করে দেন। আমি আপসের মাধ্যমে আমার দাবিকৃত জমি বুঝে পেয়েছি।’এজন্য তিনি বিচারক, আইনজীবীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের এজিপি বেগম দীল আফরোজ বলেন, ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ যত নিষ্পত্তি হবে তত সমাজে শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। সারাদেশের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের চেয়ে ঝিনাইদহে মামলা নিষ্পত্তির হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

ঝিনাইদহ জেলার সরকারি কৌসুলি জিপি বিকাশ কুমার ঘোষ বলেন বলেন, ‘সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে উন্নয়ন টেকসই হয়। সারাদেশের চেয়ে ঝিনাইদহে মামলা নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত সন্তোষজনক।’

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

‘সোনার বাংলায় মুজিব বর্ষে, সমাজকল্যাণ এগিয়ে চলে’ এ

প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সমাজসেবা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ সেখ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিলু মিয়া বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, সেলিম রেজা, অতিরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রবিউল ইসলাম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তারা, সমাজসেবার সেবা আরও সহজতর করতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি